# আর্থিক পরিকল্পনা

- সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যয় বলতে পরিস্থিতির কারণের উদ্ভূত আকস্মিক ব্যয়কে বোঝায়। যেমনঃ দূর্ঘটনা জনিত ব্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। তাছাড়া, মেয়ের বিয়ের জন্য ডিপিএস এর মাধ্যমে পিতার সঞ্চয়ও এক প্রকার আর্থিক পরিকল্পনা।

- আর্থিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:
  - বর্তমান এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎস সমূহ নিশ্চিত করা
  - ভবিষ্যত ব্যয়ের খাত সমূহ নিশ্চিত করা
  - আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করা
  - সঞ্চয়ের রূপরেখা প্রস্তুত করা
  - আকস্মিক ব্যয়ের প্রয়োজন মেটানোর রূপরেখা প্রস্তুত করা

# সঞ্চয়

### সঞ্চয় কেন প্রয়োজন:

- ❑ রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবেলায়
- ❑ ফসলহানি, অগ্নিকান্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে বিপদ মোকাবেলায়
- ❑ সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন ব্যয় বহনে
- ❑ সামাজিক অনুষ্ঠান (বিয়ে-শাদি) আয়োজনের ব্যয় নির্বাহে
- ❑ ধর্মীয় আচার পালনে (হজ্জ, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি)
- ❑ বার্ধক্যকালে (কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায়)
- ❑ প্রয়োজনীয় কিন্তু দামী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারি (ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা কৃষিকাজের উপকরণ ইত্যাদি) কিনতে

### সঞ্চয় কিভাবে করা যায়:

- ❑ খরচ সংকোচন করে—
  বিলাস ভ্রমণ, বিবাহ-উৎসব, বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমানো
- ❑ বিলাসী দ্রব্যে আপাতত খরচ না করে—
  অত্যাবশ্যক না হলে মোটরসাইকেল, গাড়ি, স্মার্ট গ্যাজেট ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করা
- ❑ অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করে—
  অতিরিক্ত চা/তামাক সেবন, অপ্রয়োজনীয় অভ্যাসগত খরচ, দামী পোষাক ক্রয় পরিহার করা

# বিনিয়োগ

**বিনিয়োগ কী?**

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার বা লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়।

**যেমন:** জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করা, সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

**বিনিয়োগের ক্ষেত্র:**

# বিনিয়োগ: সঞ্চয়পত্র

**সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ:**

- ক্রয়কারী ও নমিনির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি
- ক্রয়কারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
- ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টিন
- যেকোন ব্যাংক এ হিসাব থাকতে হবে এবং চেকবই এর পাতার কপি
- ৫ লক্ষ টাকার অধিক সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে ট্যাক্স রিটার্ন জমাদানের রশিদ

**সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাবে কোথায়:**

# বিনিয়োগ: সঞ্চয়পত্র

| সঞ্চয়পত্র | কাদের জন্য প্রযোজ্য |
|---|---|
| ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র | ➢ প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বা তদুর্ধ্ব) পুরুষ ও মহিলা একক অথবা যৌথ নামে<br>➢ যে কোন আইনসম্মত আয় হতে অর্জিত অর্থ<br>➢ ক্রয় সীমা একক নামে ১০ থেকে ৩০ লাখ ও যৌথ নামে ১০ থেকে ৬০ লাখ |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (মেয়াদ ৫ বছর) | ➢ ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশী মহিলা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) শুধুমাত্র একক নামে ৪৫ লাখ |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (মেয়াদ ৩ বছর) | ➢ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা<br>➢ দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক যৌথনামে<br>➢ একজন বা দু'জন নাবালক যৌথনামে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে<br>➢ ক্রয় সীমা একক নামে ৩০ লাখ ও যৌথ নামে ৬০ লাখ |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র | ➢ পেনশন সুবিধাভোগী চাকরিজীবী কিংবা মৃত চাকরীজীবীর পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান<br>➢ ক্রয় সীমা একক নামে ৫০ লাখ |

# বিনিয়োগ: বন্ড

| বন্ড | কাদের জন্য প্রযোজ্য |
|---|---|
| ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড | ➢ প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক কিংবা তার রেমিট্যান্সের সুবিধাভোগীর নামে<br>➢ বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা |
| ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড | ➢ প্রবাসী বাংলাদেশী বা বাংলাদেশী বশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক যার বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট আছে |
| ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড | ➢ প্রবাসী বাংলাদেশী বা বাংলাদেশী বশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক যার বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট আছে |
| বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড | ➢ যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক |
| বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল | ➢ বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান |
| বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড | ➢ বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান |
| বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক | ➢ নিবাসী বা অনিবাসী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান |

# ব্যাংকিং

- ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে গ্রাহক তার নিজের নামে কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি **স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান** করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।
- মানসিকভাবে সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।
- সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা এবং রেজিস্টার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবি শিশুরাও ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

# ব্যাংকিং

### ব্যাংক হিসাবের ধরণ

- চলতি আমানত হিসাব
- সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
- মেয়াদী আমানত হিসাব

### ব্যাংক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট

- পূরণকৃত নির্দিষ্ট আবেদনপত্র
- আবেদনকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- নমিনির তথ্য
- আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
- নমুনা স্বাক্ষর/আঙুলের ছাপ (ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে করতে হবে)

* সাধারণত ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা করতে বাৎসরিক/অর্ধবার্ষিক হারে সার্ভিস চার্জ ও সরকারী ফি প্রদান করতে হয়।

# ব্যাংকিং

ব্যাংকে না গিয়ে কী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব?

বর্তমানে যে কোন গ্রাহক ব্যাংকের কোন শাখায় না গিয়ে দুই ভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন—

- **এজেন্ট পয়েন্টে থেকে**
- **ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলা যায় এমন মোবাইল অ্যাপ থেকে**

অবশ্যই সম্ভব!

# ব্যাংকিং: ১০ টাকার হিসাব

- বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের একটি অংশ- **১০ টাকার হিসাব**
- শুধুমাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।

**কারা ১০ টাকার হিসাব খুলতে পারবে?**

- কৃষক এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী
- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের পেশাজীবি এবং চর ও হাওর এলাকার স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী
- পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পেশাজীবি
- অতি দরিদ্র বা দরিদ্র (মূলত ভ্রাম্যমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) ব্যক্তি
- ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তা

# ব্যাংকিং: স্কুল ব্যাংকিং হিসাব

- সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং হিসাব যা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশ
- কোন প্রকার প্রাথমিক জমা ছাড়াই হিসাব খোলা যাবে এবং কোন চার্জ/ফি আদায় করা হয় না।
- আকর্ষণীয় মুনাফা পাবার সুবিধা।
- ১৮ বছরের নীচের বয়সী শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকের সাথে যৌথ আবেদনকারী হিসেবে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারে।

# অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ অনুযায়ী "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।
- বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংক ছাড়াও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিউশন) সমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশে বর্তমানে **৬১টি তফসিলি ব্যাংক** এবং সর্বমোট **৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান** (নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিউশন) কার্যরত আছে।

# এজেন্ট ব্যাংকিং

## এজেন্ট ব্যাংকিং কি ?

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত গ্রাহকদের মাঝে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও সঞ্চয় প্রবনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ব্যাংক কতৃক মনোনীত এজেন্ট এর মাধ্যমে যে বিশেষ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক দ্বারা সীমিত আকারে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয় তাকে এজেন্ট ব্যাংকিং বলা হয়।

## এজেন্ট ব্যাংকিং এর সেবাসমুহ:

চলতি, সঞ্চয়ী, মেয়াদি আমানত, (পে-রোল ও স্টুডেন্ট) খোলা। টাকা জমা ও উত্তোলন ফান্ড ট্রান্সফার বিল পরিশোধ ঋণ গ্রহন রেমিটেন্স গ্রহন ও ঋণ সুবিধা

# এজেন্ট ব্যাংকিং

## এজেন্ট ব্যাংকিং এর সুবিধা

- গ্রাহকের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং
- কম খরচে লেনদেন
- আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে সহজ ও নিরাপদ উপায়ে লেনদেন
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সুবিধা

## এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা কতটা নিরাপদ?

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রতিটি এজেন্ট আউটলেটে গ্রাহকের বায়োমেট্রিক/আঙুলের ছাপ ও জাতীয়পরিচয়পত্র যাচাই এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রতিটি লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহকের রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারে সতর্কীকরন বার্তা পাঠানো হয়। সুতরাং গ্রাহক সচেতন উপায়ে লেনদেন করলে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ব্যাংকিং মাধ্যম।

# ঋণ

## ঋণ কি ?

ব্যবসায়িক উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ সকল ক্ষেত্রে গ্রাহক বিভিন্ন মাধ্যম যেমনঃ আত্মীয়-স্বজন/প্রতিবেশী/মহাজন/এনজিও ও ব্যাংক থেকে বিভিন্ন শর্তে ও মেয়াদে অর্থ নিয়ে এ প্রয়োজন পুরন করে থাকে এবং নিয়মিত কিস্তি/এককালীন অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তা পরিশোধ করেন।

## ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ গ্রহণ করা যায়?

ভোক্তা ঋণ

ব্যবসায় ঋণ

কৃষি ঋণ

গৃহ নির্মাণ ঋণ

শিক্ষা ঋণ

# কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি কাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মৌসুম ভেদে কৃষকরা বিভিন্ন পন্য উৎপাদন করে থাকে। এসকল কৃষি পন্য আবাদ, রক্ষনাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরনের জন্য কৃষকদের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অর্থসংস্থান এর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও ব্যাংক চুক্তি ভিত্তিক এক অর্থমূল্য কৃষকদের প্রদান করে যাকে কৃষি ঋণ বলে।

## কারা কৃষি ঋণ পাওয়ার যোগ্য?

- কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি
- পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ
- নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ পাবার যোগ্য।

# রেমিট্যান্স ঋণ ও এসএমই ঋণ

## রেমিট্যান্স ঋণ কী?

ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্সের বিপরীতে এর সুবিধাভোগীকে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট শর্ত ও মেয়াদে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়, উক্ত ঋণ সুবিধাকে রেমিটেন্স লোন বলা হয়।

## এসএমই ঋণ কী?

এসএমই বলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্দ্যোগকে বুঝায়। ব্যবসায়িক সম্প্রসারনে প্রয়োজনীয় একটি অসুরক্ষিত জামানতবিহীন মাসিক কিস্তি ভিত্তিক ঋণ সুবিধাই হল এসএমই ঋণ।

# নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

## নারী উদ্যোক্তা কারা?

সাধারনত কোন ব্যাবসা বা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোন নারী ব্যক্তির উদ্যোগ ও অধিকাংশ মালিকানা লক্ষ্য করা যায়, এক্ষেত্রে তাদেরকে নারী উদ্যোক্তা বলা হয়। যেমন:

- পার্লার বা সাজসজ্জা প্রতিষ্ঠানের নারী মালিক
- হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ও কৃষি খামারের নারী মালিক
- কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগনের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% নারী মালিকানা

## ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয় কী?

১. কাঙ্ক্ষিত ঋণের পরিমাণ নিয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলা

২. ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি নিয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

৩. ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএমএসএমই ঋণ আবেদন যথাযথভাবে পূরণ

৪. আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল

৫. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যাবসা পরিকল্পনা দাখিল

৬. ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের লিপিবদ্ধকরণ ও পূর্বের ব্যাংক ঋণ থাকলে নিয়মিত পরিশোধ করা।

**উল্লেখ্য যে, স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্প হার সুদ/মুনাফায় ঋণ দেয়া হয়।**

# শ্রমজীবী প্রবাসী/অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

### প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন এবং এসব হিসাবের স্থিতি, মুনাফা/সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করতে পারেন।

### বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?

- বিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরে আসা নাগরিকগণ ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন।
- এক্ষেত্রে তার সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে এ অর্থ পরবর্তীতে নগদ টাকায় রুপান্তর করতে পারেন ও বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।
- পাশাপাশি রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে ব্যাবহার করতে পারেন।

# শ্রমজীবী প্রবাসী/ অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

### বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

প্রবাসী আয় বাংলাদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে বৈধ উপায় হচ্ছে

- অনুমোদিত ব্যাংকিং চ্যানেল
- অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ হাউস

এক্ষেত্রে প্রাপকের অনুকূলে পিন বেইজ/ব্যাংক একাউন্ট নাম্বারের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশে বসবাসরত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমনঃ অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দন্ডনীয় অপরাধ ।

### বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা (অনুমোদিত ডিলার)
- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার

# মোবাইল ফাইন্যানন্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরণের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে।

- দেশের যেকোনো প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক এমএফএস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা তাদের নির্ধারিত এজেন্টদের মাধ্যমে এমএফএস একাউন্ট খুলে এই সেবা পেতে পারেন।
- ২০২১ সাল পর্যন্ত ০৯ টি ব্যাংক এবং ৩ টি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই সেবা দিচ্ছে।
- এমএফএস হিসাবের মাধ্যমে খুব সহজে দেশের যেকোন প্রান্তে টাকা পাঠানো যায় এবং এজেন্ট-এর মাধ্যমে সেই টাকা উত্তোলন করা যায়।

# এমএফএস একাউন্ট খোলার পূর্বশর্ত

**এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:**

- যেকোনো অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর
- জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
- গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি

একজন ব্যক্তি প্রতিটি এমএফএস প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি করে একাউন্ট খুলতে পারবেন। তবে একই ব্যক্তি একই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একাধিক এমএএস একাউন্ট খুলতে পারবেন না

**এমএফএস একাউন্ট খোলার উপায়:**

- এমএফএস সেবাদান কারীর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত এজেন্ট এর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি নিয়ে
- নিজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে

# এমএফএস –এর সেবাসমূহ

- ক্যাশ – ইন (টাকা জমা)
- ক্যাশ – আউট ( টাকা উত্তোলন)
- এক ব্যক্তি হিসাব হতে অপর ব্যক্তি হিসাবে অর্থ প্রেরণ
- ব্যক্তি হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ
- ব্যবসা হতে ব্যক্তিতে অর্থ প্রেরণ
- সরকার হতে ব্যক্তিকে অর্থ প্রেরণ
- ব্যক্তি হতে সরকারকে অর্থ প্রেরণ
- মার্চেন্ট পেমেন্ট
- বিল (গ্যাস , বিদ্যুৎ , পানি ইত্যাদি ) প্রদান
- স্কুল ফি পরিশোধ

- বৃত্তি বা উপ বৃত্তি বা ভাতার টাকা গ্রহণ
- ব্যবসা হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ
- অনলাইন এবং ই কমার্স পেমেন্ট
- ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ অথবা ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ প্রেরণ
- বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) গ্রহণ
- ঋণের অর্থ গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধ
- ইনসিওরেন্স এর প্রিমিয়াম পরিশোধ
- ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ
- বিক্রেতা/ সরবরাহকারীর অর্থ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত

# ATM (এটিএম)

ATM মানে অটোমেটেড টেলার মেশিন, যেখানে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজের একাউন্টে হতে নগদ টাকা তুলতে পারে। NPSB- এর সদস্য ব্যাংকের ATM গুলো ইন্টারঅপারেবল যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের ATM ছাড়াও অন্য ব্যাংকের ATM হতে নগদ টাকা তুলতে পারেন।

- নিজস্ব ব্যাংকের ATM –এ টাকা তোলা , ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহে কোনো চার্জ প্রদান করতে হয় না।
- অন্য ব্যাংকের ATM –এ প্রতি নগদ উত্তোলনে চার্জ ১৫ টাকা। ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও হিসাব বিবরণী সংগ্রহের চার্জ ৫ টাকা ।
- সাধারণত ATM হতে লেনদেনে একবারে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং দিনে সর্বোচ্চ ৫টি লেনদেনে ৫০,০০০/-টাকা নগদ উঠানো যায়।
- তবে COVID-19, এর সময় থেকে ATM হতে অর্থ তোলার দিনে সর্বোচ্চ ৫টি লেনদেনে সীমা ১,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

# BEFTN কী?

বিইএফটিএন অর্থ বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক , যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর গ্রাহক ইলেক্ট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক একাউন্ট হতে অন্য গ্রাহকের একাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন কোনো চার্জ ছাড়াই। ব্যাংকের যে শাখায় একাউন্ট আছে সেই শাখায় গিয়ে ফর্ম পুরণ করে অথবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিইএফটিএন ব্যবস্থায় টাকা লেনদেন করা যায়।

## বিইএফটিএন –এর সুবিধা:

- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা পরিশোধ করা যায়
- গ্রাহকের একাউন্টে সরাসরি ডিভিডেন্ড, ইন্টারেস্ট জমা করা
- গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি বিল প্রদান
- ঋণের কিস্তি, বিমা প্রিমিয়াম আদায়
- সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান
- সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান
- সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও আসল পরিশোধ করা যায়

# RTGS- কী?

BD-RTGS সিস্টেম অর্থ বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম। এটি অর্থ লেনদেনের সবচেয়ে দ্রুত ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা। এই লেনদেন ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক এক ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্টে টাকা পাঠানো যায় ।

- বাংলাদেশে পরিচালিত ৫৯ টি তফসিলী ব্যাংকের ১১,৫০০ শাখার মধ্যে ১০,৫১৯টি শাখা হতে BD-RTGS এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা সম্ভব।
- BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোনো অংকের টাকা লেনদেন করতে পারেন
- BD-RTGS ব্যবস্থায় যিনি টাকা পাঠান তাকে ১০০ টাকা চার্জ করা হয়।
- BD-RTGS ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কার্যদিবসে সকাল ১০ টা হতে বিকেল ৪ টার মধ্যে লেনদেন করতে পারবেন
- ব্যাংকের যে শাখায় একাউন্ট আছে সেই শাখায় গিয়ে ফর্ম পুরণ করে অথবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা লেনদেন করা যায়।

# NPSB

NPSB এর অর্থ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ । এটি আন্তঃব্যাংক কার্ডভিত্তিক ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে। NPSB এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের এটিএম হতে টাকা তুলতে পারেন, যেকোন ব্যাংকের মেশিন-এ কার্ড দিয়ে লেনদেন করতে পারেন, এবং এক ব্যাংকের একাউন্ট থেকে মুহূর্তের মধ্যে অন্য ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারেন।

- NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ৫৪টি ব্যাংক ইন্টারঅপারেবল ATM লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে
- NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ৫৩টি ব্যাংক ইন্টারঅপারেবল POS লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে
- NPSB এর মাধ্যমে বর্তমানে ২৮টি ব্যাংক ইন্টারঅপারেবল IBFT লেনদেনে সংযুক্ত রয়েছে

# QR-কোড ভিত্তিক পেমেন্ট

QR হল সংকেত সম্বলিত একটি ছবি, যা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করা যায় এবং তা লেনদেন সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়।কুইক রেসপন্স (QR) কোড-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন দিয়ে খুব সহজে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করা যায়।

দেশের QR- কোড ভিত্তিক খুচরা লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিন্নতা এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি সুবিধা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সম্প্রদায় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় QR-কোড মানদন্ডটি BANGLA QR নামে পরিচিত।

# ইন্টারনেট ব্যাংকিং

ইন্টারনেট ব্যাংকিং হলো ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ ব্রাঞ্চে না গিয়েও ইন্টারনেট-এ যুক্ত হয়ে ব্যাংকের সুরক্ষিত ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্টে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন। একাউন্টে প্রবেশের জন্য ব্যাংক গ্রাহককে প্রয়োজনীয় তথ্য (ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড) সরবরাহ করে। নিরাপত্তার জন্য ইন্টারনেট ব্যাংকিং সম্পর্কিত সকল তথ্য গোপন রাখতে হয়।

## ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবাসমূহ:

- একাউন্টের স্টেটমেন্ট চেক করা ও একাউন্ট সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
- ফান্ড ট্রান্সফার করা
- বিভিন্ন ধরণের ইউটিলিট বিল প্রদান
- ক্রেডিট কার্ড সঙ্ক্রান্ত সেবা ইত্যাদি

# Citytouch- সিটিটাচ

সিটিটাচ হল একটি সহজ, ঝামেলামুক্ত এবং নিরাপদ ব্যাংকিং পরিষেবা যা সিটি ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য। এই পরিষেবাটি দিনে ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৭ দিন পাওয়া যায়। গ্রাহক নিজেই মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করে সিটিটাচ-এ সাইন আপ করতে পারবেন এবং লেনদেন করতে পারবেন।

## সিটিটাচ-এর সেবাসমূহ:

- নিজস্ব এবং অন্য সিটি ব্যাংক একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার
- অন্য যেকোনো ব্যাংক একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার
- বিকাশ, নগদ-সহ যেকোনো এমএফএস একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার
- যেকোনো নম্বরে মোবাইল রিচার্জ
- গ্যাস , পানি, বিদ্যুৎ, আকাশ ডিজিটাল টিভিসহ অন্যান্য ইউটিলিটি বিল প্রদান
- ইনসিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম পরিশোধ
- ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ
- ইনস্ট্যান্ট এফডি/ ডিপিএস খোলা
- কুইক লোনের আবেদন

# জরুরী ব্যাংকিংসেবা পেতে গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার সমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক হেল্পলাইন

১৬২৩৬

সিটি ব্যাংক হেল্পলাইন

১৬২৩৪

# ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যম সমূহ

কল সেন্টার

শাখা, সেবা কেন্দ্র, এজেন্ট পয়েন্ট, সার্ভিস সেন্টার

ইমেইল

ইন্টারনেট ব্যাংকিং

স্মার্ট আইভিয়ার

এটিএম/ আরএটিএম

# সিটি ব্যাংকে অভিযোগ দাখিলের মাধ্যম

# আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া

ধাপ-১

শাখা বা আমাদের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

ধাপ-২

শাখা পর্যায়ে গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করুন। শাখা ব্যবস্থাপক শাখা স্তরের গ্রাহক পরিষেবা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ডেস্কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ধাপ-৩

জোনাল গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের সাথে যোগাযোগ করুন। ১৬২৩৪ (স্থানীয়ভাবে) বা +৮৮-০২-৮৩৩১০৪০ (বিদেশ থেকে) আমাদের ২৪ ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবায় কল করুন অথবা complaint.cell@thecitybank.com আমাদের ই-মেইল করুন

# তফসিলি ব্যাংক এর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী?

১. ১৬২৩৬ (ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৬টা)

২. ই-মেইল: bb.cipc@bb.org.bd

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট https://www.bb.org.bd/ এর অভিযোগ বক্সে

৪. অ্যাড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইলেকট্রনিক অভিযোগ ফর্ম

৫. পরিচালক, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

# ভোক্তার ক্ষমতায়ন: আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

- প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলটরি অথরিটির অনুমোদিত কিনা যাচাই করে নিতে হবে
- অতিরিক্ত মুনাফা/ সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/ আর্থিক প্রাতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রাতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন না করা
- ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য অন্য কাউকে না দেয়া। প্রয়োজনীয় পিন/ পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে
- কাউকে ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেওয়া যাবে না
- ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোনো দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালোভাবে পড়ে বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে

# ভোক্তার ক্ষমতায়ন: আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

- গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে শর্তাবলী/ নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে
- ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে কোন ধরনের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পুর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ যথাযতভাবে বুঝে নিতে হবে
- অনলাইন ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেওয়া যা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী
- সোশ্যাল মিডিয়া (যেমনঃ ফেসবুক/ মোবাইল/ ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/ বিদেশ হতে গিফট বা পার্সেল প্রেরনের প্রস্তাব, চাকরি দেওয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান, লটারির পুরস্কার প্রাপ্তি সহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই এ্যকাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরন অথবা ডেবিট কার্ড/ ক্রেডিট কার্ড এর পিন বা পাসোয়ার্ড সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না
- ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রাতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য দেয়া যাবে না

# ভোক্তার ক্ষমতায়ন: মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

- বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়- বিক্রয়, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রা (বিটকয়েন, লিটকয়েন, নেমকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরা ইত্যাদি)- এর অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারনা, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার প্রয়াসে আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানিলন্ডারিং অপরাধ
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইউনিটকে info.bfiu@bb.org.bd ই-মেইল ঠিকানায় অবহিত করে প্রতিকার লাভ করার সুযোগ হয়েছে
- ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদসহ সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে